মোজাফফর হোসেনের বিচার হবে সামরিক আদালতে: স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী



স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাউদ্দিন আহমেদ। ছবি: সংগৃহীত

প্রয়াত রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান হত্যা মামলার আসামি মেজর (অব.) মোজাফফর হোসেনের বিচার সেনা আইনে জেনারেল কোর্ট মার্শালের মাধ্যমে হবে বলে জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ। তিনি জানান, এ জন্য তাকে সেনাবাহিনীর কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

সোমবার (২০ জুলাই) পিলখানায় বিজিবি সদর দপ্তর পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, জিয়াউর রহমান হত্যা মামলায় আগে যেসব আসামির বিচার সামরিক আদালতে হয়েছে, সেসব রায় ও পর্যবেক্ষণ (ফাইন্ডিংস) এই মামলার ক্ষেত্রেও বিবেচনায় নেওয়া হবে। একই মামলায় তাকে নতুন করে বেসামরিক আইনে অভিযুক্ত করা আইনগতভাবে সম্ভব কি না, সে বিষয়েও জেনারেল কোর্ট মার্শাল প্রযোজ্য আইন অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নেবে।

সরকারের নির্দেশে রোববার সামরিক হেলিকপ্টারে করে মেজর (অব.) মোজাফফর হোসেনকে ঢাকায় আনা হয়। এর আগে ১৫ জুলাই রাজধানীর বনানী ডিওএইচএস এলাকা থেকে তাকে আটক করে গোয়েন্দা পুলিশ। তদন্ত-সংশ্লিষ্ট সূত্রের তথ্য অনুযায়ী, জিয়াউর রহমান হত্যাকাণ্ডের পর তিনি প্রায় ৪৫ বছর আত্মগোপনে ছিলেন। একসময় ভারতে অবস্থান করার পাশাপাশি ছদ্মনাম ব্যবহার করে সীমান্ত অতিক্রমেরও অভিযোগ রয়েছে তার বিরুদ্ধে।

মামলার নথি অনুযায়ী, রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানকে প্রথম শনাক্ত করে গুলি চালানোর অভিযোগ রয়েছে মোজাফফর হোসেনের বিরুদ্ধে। এ হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় সামরিক ট্রাইব্যুনালে ১৮ জন কর্মকর্তার বিচার হয়। তাদের মধ্যে ১৩ জনের মৃত্যুদণ্ড এবং পাঁচজনের বিভিন্ন মেয়াদের সাজা হয়। তবে সে সময় পালিয়ে যান মেজর (অব.) মোজাফফর হোসেন ও মেজর খালেদ।

পুশইন প্রসঙ্গে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, অবৈধভাবে কাউকে বাংলাদেশে প্রবেশ করতে দেওয়া হচ্ছে না। বিজিবি ও স্থানীয় জনগণের সহযোগিতায় এ ধরনের প্রচেষ্টা প্রতিহত করা হচ্ছে। তিনি আরও বলেন, প্রতিবেশী দেশে অবস্থানরত বাংলাদেশি নাগরিকদের ফিরিয়ে আনতে হলে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে তালিকা পাঠাতে হবে। জাতীয়তা যাচাইয়ের পর আইন অনুযায়ী তাদের দেশে ফিরিয়ে আনা হবে, তবে নির্ধারিত প্রক্রিয়ার বাইরে কাউকে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হবে না।